গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-খাদুব্যম/সর-১/রেশন-০১/২০১০/৪০ তারিখ ঃ ১১/০২/২০১০

বিষয় ঃ সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত)।

সূত্র ঃ সববি/ন্যায্যমূল্য-০৪/২০১০/৭৪, তারিখ ঃ ৯-০২-২০১০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত) এর অনুমোদিত কপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো। সংশোধিত কপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-১১/২/১০
(মোঃ ইমরুল চৌধুরী)
উপ-সচিব (সরবরাহ-১)
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
E-mail:dsdm@dgfood.gov.bd
Web: www.dgfood.gov.bd

স্মারক নং- সববি/ন্যায্যমূল্য-০৪/২০১০/**৯০(১৬)** তারিখ ঃ ১১/০২/২০১০ খ্রিঃ।

অনুলিপি ঃ

১-৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। (সংযুক্ত ঃ সংশোধিত নীতিমালার এক সেট)

৮। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা। (সংযুক্ত ঃ সংশোধিত নীতিমালার এক সেট)।

৯-১৬। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর। (সংযুক্ত ঃ সংশোধিত নীতিমালার এক সেট) তাদেরকে এ নীতিমালা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করার এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হল। উল্লেখ্য যে, এ সংশোধিত নীতিমালা খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও (www.dgfood.gov.bd) পাওয়া যাবে।

স্মারক নং- সববি/ন্যায্যমূল্য-০৪/২০১০/৯০/**১৬(৪)** তারিখ ঃ ১১/০২/২০১০ খ্রিঃ।

জ্ঞাতার্থে ঃ

১। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। সদয় অবগতির জন্য।

২। উপ-সচিব, সরবরাহ-১, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। ফ্যাক্সের মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

৪। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, অত্র দপ্তর।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ বদরুল হাসান)
পরিচালক
সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা/২০১০ (সংশোধিত)

স্বল্প ও সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে সরকার অস্থায়ীভাবে কার্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কার্ড (ফরম- 'ক') বিতরণের লক্ষ্যে পরিবার বাছাই ও তালিকা প্রণয়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হল ঃ-

১। **কমিটি ঃ**

ক) **বিভাগীয় শহরের জন্য ওয়ার্ড কমিটি ঃ**

১) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-	আহবায়ক
২) ওয়ার্ড কমিশনারের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সদস্য
৪) একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫) একজন মহিলা	-	সদস্য

সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য ওয়ার্ড কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন এবং মাননীয় সংসদ সদস্য ক্রমিক নং- ৩, ৪ ও ৫-এর উল্লিখিত সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন।

খ) **জেলা শহরের জন্য জেলা কমিটি ঃ**

১) জেলা প্রশাসক	-	চেয়ারম্যান
২) মেয়র/মেয়রের প্রতিনিধি পৌরসভা	-	সদস্য
৩) পৌরসভার নির্বাচিত ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা কমিশনার	-	সদস্য
৪) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-	সদস্য
৫) উপ-পরিচালক, বিআরডিবি	-	সদস্য
৬) পৌরসভা এলাকার ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সদস্য

পৌর এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন এবং তিনি ক্রমিক নং- ৬ এর উল্লিখিত সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন।

গ) **ইউনিয়নের জন্য ইউনিয়ন কমিটি ঃ**

১) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	চেয়ারম্যান
২) ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত পুরুষ ও মহিলা ১ জন করে	-	সদস্য
৩) ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪) ইউনিয়ন এলাকার ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	-	সদস্য
৫) ইউনিয়ন এলাকার ২ জন স্কুল শিক্ষক	-	সদস্য

ইউনিয়ন এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য কমিটির উপদেষ্টা থাকবেন এবং তিনি ক্রমিক নং- ৪ ও ৫ এর উল্লিখিত সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন।

২। **সুবিধাভোগী পরিবার বাছাইয়ের মানদন্ড ঃ**

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড/পৌরসভা/ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে -

ক) যে সব পরিবারের জাতীয় পরিচয় পত্র রয়েছে;

খ) যে সব পরিবার সীমিত ও স্বল্প আয়ের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু সরকার বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা (যেমন- ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর এবং এফএফই) পায় না;

গ) যে সব পরিবারের স্থায়ী কোন আয়ের উৎস নেই; এবং

ঘ) যে সব পরিবারের নিজের জমি, বাড়ী বা উল্লেখযোগ্য অন্যকোন সম্পত্তি নেই।

৩। **অন্যান্য নির্দেশনা ঃ**

ক) যে সব দরিদ্র পরিবারের প্রধান মহিলা, অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সে সব পরিবার সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে;

খ) এমনভাবে কার্ডধারীদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে কোন অবস্থাতেই একই পরিবার একাধিক কার্ড না পায়;

গ) কেবলমাত্র পরিবার প্রধানের অনুকূলেই কার্ড বরাদ্দ করতে হবে;

ঘ) সরকারী/আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী/সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন; এবং

ঙ) এলাকা ভিত্তিক সব কমিটি সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের দিক-নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তালিকা প্রেরণ করবে।

৪। **সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের পরিধি ঃ**

নিম্নে উল্লিখিত হারে বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ড বিতরণ করা হবে ঃ

বিভাগীয়/জেলা শহর	**ওয়ার্ড সংখ্যা/ইউনিয়ন**	**ওয়ার্ড প্রতি কার্ড (সর্বোচ্চ)**	**মোট কার্ড সংখ্যা**
১। ঢাকা মহানগরী	৯০	১০,০০০	৯,০০,০০০
২। ঢাকা মহানগরী (তেজগাঁ সার্কেলভূক্ত ইউনিয়ন)	১৭	১০,০০০	১,৭০,০০০
৩। চট্টগ্রাম	৪১	৫,০০০	২,০৫,০০০
৪। রাজশাহী	৩০	৫,০০০	১,৫০,০০০
৫। সিলেট	২৭	৫,০০০	১,৩৫,০০০
৬। বরিশাল	৩০	৫,০০০	১,৫০,০০০
৭। খুলনা	৩১	৫,০০০	১,৫৫,০০০
৮। রংপুর	১৫	৫,০০০	৭৫,০০০
৯। গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ/নরসিংদী	ওয়ার্ড নির্বিশেষে	প্রতি জেলায় ১০,০০০	৩০,০০০
১০। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা শহর বাদে বাকী ৫১টি জেলা শহর	ঐ	প্রতি জেলায় ৫,০০০	২,৫৫,০০০
মোট =			**২২,২৫,০০০**

৫। মূল্য ও পরিমাণ ঃ

সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডধারীদের মাসে ২০ কেজি করে চাল দেয়া হবে। চালের খুচরা মূল্য হবে প্রতিকেজি ২২.০০ টাকা; ডিলারের কমিশন ১.৫০ টাকা এবং এক্স-গুদাম মূল্য ২০.৫০ টাকা। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে এ দর হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে।

৬। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান ঃ

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের তত্ত্বাবধানে জেলা সদরে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ঢাকা মহানগরের তেজগাঁ সার্কেলভূক্ত ইউনিয়ন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

খ) খাদ্য বিভাগের ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা, প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা ডিলারদের কাজ তদরকী করতে পারবেন।

গ) খাদ্য অধিদপ্তর তদারকীর জন্য তদারকী দল গঠন বা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে।

৭। ডিলারের যোগ্যতা ঃ

ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। সরকার নির্ধারিত মূল্যে ডিলারের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ-

(ক) ডিলারকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার কমপক্ষে ১৮ বছর বয়স হতে হবে।

(খ) দোকানের মেঝে অবশ্যই পাকা হতে হবে ও পণ্য নিরাপদ সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে।

(গ) ডিলারের একসঙ্গে কমপক্ষে ১০.০০০ মেঃ টন চাল সংরক্ষণের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঘ) ডিলারকে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের ট্রেড লাইসেন্সধারী হতে হবে।

(ঙ) ডিলারকে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও মালামালের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে।

(চ) শাস্তি প্রাপ্ত, কালো তালিকাভূক্ত, বাতিলকরা বা সাময়িকভাবে বরখাস্তকরা ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না।

৮। খাদ্যশস্য বিক্রয় প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করে কার্ডধারীদের নিকট খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হবে ঃ-

(ক) সপ্তাহে ৬ দিন (শুক্রবার বাদে) সকাল ৮.০০টা থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে হবে।

(খ) প্রতি মাসে কার্ড প্রতি ২০ কেজি চাল সরবরাহ করা হবে। তবে কার্ডধারী ইচ্ছা করলে ১০ কেজি করে সর্বোচ্চ ২ বারে মাসের পুরো খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) বিক্রিত চালের মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ভোক্তার নাম ও কার্ড নম্বর উল্লেখ করতে হবে। একই সাথে ডিলারকে কার্ডে বিতরণকরা মালের পরিমাণ ও বিতরণের তারিখ উল্লেখ করতে হবে। তাকে দিন শেষে মোট বিক্রয় ও মজুদ হিসাব রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৯। খাদ্যশস্য উত্তোলন ঃ

(ক) ডিলার প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্ড সংযুক্ত করা হবে। সংযুক্ত কার্ডের চাহিদা অনুযায়ী ডিলার কমপক্ষে এক সপ্তাহের মালামাল উত্তোলন করবেন। তবে সংরক্ষণ সুবিধা থাকলে পাক্ষিক বা মাসিক চাহিদার মালামালও তুলতে পারবেন।

(খ) চাহিদা পত্র প্রণয়ন করার সময় আগের অবিক্রিত মালামাল (যদি থাকে) সমন্বয় করে পরবর্তী চাহিদা পত্র তৈরী করতে হবে।

(গ) সপ্তাহের বিক্রয়যোগ্য চালের মূল্য কমপক্ষে আগের সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে জমা করে গুদাম হতে চাল উত্তোলন করতে হবে।

১০। দোকানের পরিচিতি ঃ-

(ক) সরকার নির্ধারিত মূল্যে দোকান সহজে চিহ্নিতকরণের জন্য দোকানে বড় বড় অক্ষরে লেখা স্পষ্ট সাইন বোর্ড থাকতে হবে এবং তাতে নিম্নরূপ কথা লেখা থাকতে হবে ঃ

"খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সরকার নির্ধারিত মূল্যের দোকান"

প্রতি কেজি চালের মূল্য - ২২.০০ টাকা

(খ) সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডে ডিলারের নাম ও দোকানের ঠিকানা থাকতে হবে।

(গ) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য দোকানের সমস্ত এরিয়াতে ঢোল শহরত ও মাইকিং করা যেতে পারে।

১১। পরিবীক্ষণ ঃ-

প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে এ কর্মকান্ডের পরিবীক্ষণ করবেন।

১২। ডিলার সংখ্যা ও নিয়োগ ঃ

এ নীতিমালার আওতায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ড সংখ্যা ও কার্ডধারীদের সুবিধা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করতে হবে। তবে ১,০০০ কার্ডের নীচের কোন সংখ্যার জন্য ডিলার নিয়োগ করা যাবে না। নিম্মোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে ঃ-

(ক) বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ও যোগ্যতা যাচাই করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি ডিলার নির্বাচন করবে।

(খ) ডিলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোক্তাদের বসতি এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(গ) সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ দান করবেন।

(ঘ) ডিলার নিয়োগের জন্য তার নিকট থেকে ৫০,০০০ টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) নিম্মোক্ত কমিটিগুলো স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মূল্যের ডিলার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করবে ঃ-

(১) **ঢাকা মহানগরী ঃ**

১।	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-----	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ	-----	সদস্য
৩।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা	-----	সদস্য
৪।	সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মাননীয় মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	-----	সদস্য
৫।	জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৬।	প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	-----	সদস্য-সচিব

(২) **চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন কমিটি ঃ**

১।	বিভাগীয় কমিশনার	-----	সভাপতি
২।	অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ	-----	সদস্য
৩।	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৫।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	-----	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	----	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ রংপুর বিভাগীয় দপ্তরের কার্যক্রম শুরু না হওয়া পর্যন্ত জেলা কমিটি অনুরূপ কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

(৩) জেলা কমিটি ঃ

১।	জেলা প্রশাসক	-----	সভাপতি
২।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-----	সদস্য
৩।	সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র মনোনীত একজন প্রতিনিধি	-----	সদস্য
৪।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-----	সদস্য
৫।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-----	সদস্য-সচিব।

১৩। কমিটির কার্য পরিধি ঃ

(ক) সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডধারীদের বসতি বিবেচনায় নিয়ে দোকানের স্থান নির্বাচন করা;

(খ) যোগ্যতা ও স্থান বিবেচনায় যাচাই বাছাই করে ডিলার নির্বাচন করা;

(গ) কোন কারণে নিয়োজিত ডিলারশীপ বাতিল হলে বা কোন ডিলার কাজে আগ্রহী না হলে বা অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ পরিচালনা করা সম্ভব না হলে, সেখানে দ্রুত ডিলার পূনঃনিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪। অঙ্গীকারনামা ঃ

(ক) খাদ্য বিভাগ নির্ধারিত বিভিন্ন শর্তাবলী সম্বলিত ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (ফরম-'গ') দাখিল করার পর ডিলার নিয়োগ করতে হবে (কপি সংযুক্ত)।

(খ) এ অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত ভংগ করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন ভংগ করলে, ডিলারের ডিলারশীপ বাতিল করা যাবে ও অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা হবে।

(গ) এ ছাড়া প্রচলিত আইনে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৫। নির্দেশ দানের ক্ষমতা ঃ

সরকার নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে নির্দেশ জারী করতে পারবে।

স্বাক্ষরিত/-

তারিখ ঃ ১০-০২-২০১০ খ্রিঃ

(বি ডি মিত্র)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য বিভাগ
খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

ফরম - “ক”

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
অস্থায়ী

ফেয়ার প্রাইস কার্ড

কার্ডের ক্রমিক নং------------

১। কার্ডধারীর নাম ঃ ---

২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ --

৩। পেশা (পূর্ণ বিবরণ) ঃ ---

৪। ঠিকানা ঃ বাড়ী নং ---------------------------, সড়ক নং --------------------------------

এলাকা/গ্রাম ঃ --------------------------------, ওয়ার্ড নং --------------------------------

থানা ঃ ----------------------------, মহানগর/জেলা ঃ ------------------------------------

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ঃ ---

৬। কার্ডধারীর স্বাক্ষর অথবা টিপসহি ঃ --

৭। খাদ্যশস্য সরবরাহের স্থান/দোকানের নাম ও ঠিকানা ঃ -------------------------------------

----

৮। ডিলারের নাম ঃ ---

৯। কার্ড বিতরণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ঃ --

তারিখ---------------- --------------

বিতরণের তারিখ	পরিমাণ (কেজি হিসেবে)		সরবরাহকারীর স্বাক্ষর/তারিখ
	চাল	গম	

বিঃ দ্রঃ কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নহে। কার্ডে প্রদেয় খাদ্যশস্য কার্ডধারীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। কার্ড প্রতি মাসিক ২০ (বিশ) কেজি খাদ্যশস্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে।

ফরম-'খ'

অতি-দরিদ্র পরিবারের তালিকা

ওয়ার্ড নং- ....

ক্রঃ নং	পরিবার প্রধানের নাম	জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঠিকানা	পরিবারের আনুমানিক মাসিক আয়	পেশা	বয়স	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

ফরম-'গ'

ঃ অঙ্গীকারনামা ঃ

আমি ....
পিতা/স্বামী- ....
মাতা - .... ওয়ার্ড নং- ....
পূর্ণ ঠিকানা - ....
....,
ঢাকা, সরকার নির্ধারিত মূল্যের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাল বিক্রির ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য বিভাগ নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারী নিয়ম অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত মূল্যের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাল বিক্রি করতে বাধ্য থাকব।

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোন সময়, যে কোন ধরণের এবং যে কোন পরিমাণের খাদ্যশস্য বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজন না হইলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না।

৩) আমার নির্ধারিত দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী বড় বড় আকারে লেখা স্পষ্ট সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রাখব। "সাইন বোর্ডে" নিম্নরূপ লেখা থাকবে ঃ-

খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত সরকার নির্ধারিত মূল্যের দোকান

প্রতিকেজি চালের খুচরা মূল্য ২২.০০ টাকা।
প্রতিমাসে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কেজি।

শুক্রবার বাদে প্রতিদিন সকাল ৮.০০ টা হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে।

৪) নির্দেশিত সময়ে চাল বিক্রয়ার্থে আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব।

৫) চালের হিসাবপত্র নির্বাহ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব।

৬) কোন অবস্থাতেই আমি কোন প্রকার কারচুপি করব না। যে কোন কারচুপির জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হব।

৭) যে কোন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মালামাল পরিদর্শনের জন্য বস্তা যাচাই ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকব।

৮) বিতরণার্থে বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করব এবং আবেদনে উল্লিখিত দোকানের ঠিকানায় বিক্রয় করার জন্য মজুদ রাখব।

৯) জনসাধারণের স্বার্থে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চাল বিক্রির কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোন প্রকার নির্দেশ জারী করলে, তাও আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

১০) সরকারী নির্দেশের ব্যতিক্রম কোনরূপ বিতরণ বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য আমি অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে অর্থ সরকারী খাতে জমা দিতে বাধ্য থাকব। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ আমার জামানত সরকারী খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবেন।

১১) সরকার নির্ধারিত মূল্যের দোকানের ডিলার হিসেবে অত্র অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত/শর্তাবলী ভংগ করলে আমার নিয়োগকর্তা যে কোন সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশীপ বাতিল করতে পারবেন।

ডিলারের স্বাক্ষর ঃ ....

দোকানের নাম ঃ ....

দোকানের ঠিকানা ঃ ....

....